যুগান্তর

11 JAN 2017

জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধকরণ স্কুলের খোঁজে র‍্যাব

যুগান্তর রিপোর্ট

শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠান জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধকরণের কাজ করছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে মাঠে নেমেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধকরণের অভিযোগে উত্তরার লাইফ স্কুলের সাবেক ও বর্তমান অধ্যক্ষসহ ১০ জনকে গ্রেফতারের পর রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি শুরু করেছে বাহিনীটি। এরই মধ্যে পুরান ঢাকাসহ অভিজাত এলাকায় খোঁজ নেয়া শুরু হয়েছে। র‍্যাব বলছে, কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ঘিরে সন্দেহ তৈরি হলেও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করার পর এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

র‍্যাব-৪-এর অধিনায়ক খন্দকার লুৎফুল কবির যুগান্তরকে বলেন, শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে নজরদারি করা হচ্ছে। স্কুলের আড়ালে জঙ্গিবাদে শিশু এবং তাদের অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

র‍্যাব জানায়, রোববার রাজধানীর উত্তরা এবং কলাবাগান থেকে 'জেএমবির সারোয়ার-তামিম' গ্রুপের ১০ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সাতজন উত্তরার লাইফ স্কুল ও স্কুলকেন্দ্রিক পাঠ চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তারা শিশুদের অভিভাবকদের জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ করত। স্কুলে কোনো শিশুকে ভর্তির আগে তার বাবা-মায়ের মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হতো। কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন করে প্রতিষ্ঠানটি অভিভাবকদের মানসিকতা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করত। তারা যাচাই করার চেষ্টা করত অভিভাবকদের মধ্যে ধর্মীয় কোনো ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধকরণ স্কুলের খোঁজে র‍্যাব

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

উন্মাদনা রয়েছে কিনা। এ বিষয়গুলো নিশ্চিত হওয়ার পর শিশুকে ভর্তি করা হতো।

র‍্যাব বলছে, ওই স্কুলে রূপনগরে পুলিশের অভিযানে নিহত নিউ জেএমবির প্রশিক্ষক মেজর (অব.) জাহিদুল ইসলাম ওরফে মুরাদের মেয়ে পড়ত। স্কুলটিতে তার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। নিউ জেএমবির বর্তমান শীর্ষ নেতা মাইনুল ইসলাম ওরফে আবু মুসা ওই স্কুলের শিক্ষক ছিল। অপরদিকে আজিমপুরের আস্তানায় আত্মঘাতী হওয়া জঙ্গি তানভির কাদেরি ওরফে আবদুল করিমও ওই স্কুলে যাতায়াত করত। স্কুলটিতে নিয়মিত পাঠচক্র হতো। সেখানে অভিভাবকদের জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধকরণের কাজ চলত।

র‍্যাবের এক কর্মকর্তা বলেন, লাইফ স্কুল মূলত অভিভাবকদের টার্গেট করত। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের আরও প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে বলে আমাদের ধারণা। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি স্কুল ঘিরে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধকরণের সঙ্গে যুক্ত থাকার বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ পেলেই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

রোববার লাইফ স্কুলের সাবেক অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম, তার ভাগনে ও সাবেক শিক্ষক মো. জিয়াউর রহমান, বর্তমান অধ্যক্ষ মো. মিজানুর রহমান, সাবেক শিক্ষক মুফতি আবদুর রহমান আতাউল্লাহ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা আবু সাদাত মো. সুলতান আল রাজী, আল মিজানুর রশিদ, মো. কৌশিক আদনান সোবহান ও মো. শাহরিয়ার ওয়াজেদ খান এবং জান্নাতুল মহল ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মেরাজ আলীকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। তারা লাইফ স্কুলে 'হালকা'র (ধর্মীয় পাঠচক্র) নামে অভিভাবক ও অন্যদের জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ করত। তারা সরাসরি নাশকতার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। দাওয়াতের মাধ্যমে সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করত তারা।

র‍্যাব জানায়, লাইফ স্কুলের সাবেক ও বর্তমান চার শিক্ষক ছাড়া গ্রেফতার অন্যদের মধ্যে সুলতান আল রাজী ও শাহরিয়ার ওয়াজেদ লাইফ স্কুলের হালকায় অংশ নিত। শাহরিয়ারের বন্ধু কৌশিক আদনান। জান্নাতুল মহল লাইফ স্কুলের ৩য় তলায় হজ গমনেচ্ছু নারীদের ক্লাস নিত। মেরাজ আলী আজিমপুরে জঙ্গিবিরোধী অভিযানে নিহত তানভির কাদেরির সঙ্গে 'হোম ডেলিভারির' ব্যবসা করত। আল মিজানুরের সঙ্গে নিউ জেএমবির প্রশিক্ষক নিহত মেজর (অব.) জাহিদুল ইসলামের পরিচয় ছিল।